হিমালয়ের ভয়ঙ্কর

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সম্পাদনায়
পিয়েল আর. পার্থ

প্রকাশক
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রচ্ছদ
নন্দন ডিজাইন

প্রকাশনী
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বহমেলা পরিবেশক
নয়া উদ্যোগ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

এক

কার পা

কুমার সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ ঝড়ের মতন ঘরের ভিতর ঢুকে বলে উঠল, "কুমার, কুমার! শিগ্‌গির, শিগ্‌গির করো! ওঠো, জামা-কাপড় ছেড়ে পোটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নাও।"

কুমার হতভম্বের মতন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের ওপরে রেখে বললে, "ব্যাপার কী বিমল?"

"বেশি কথা বলবার সময় নেই। বিনয়বাবু তাঁর মেয়ে মৃণুকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছেন, জানো তো? হঠাৎ আজ সকালে তাঁর এক জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাঁর মেয়েকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর এর ভেতরে না-কি গভীর রহস্য আছে। অবিলম্বে আমাদের সাহায্যের দরকার। ...এ কথা শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়? দার্জিলিংয়ের ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টা দেরি। আমি প্রস্তুত, আমার মোট-ঘাট নিয়ে রামহরিও প্রস্তুত হয়ে তোমার বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে, এখন তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। ওঠো, ওঠো, আর দেরি নয়।"

কুমার একলাফে চেয়ার ত্যাগ করে বললে, "আমাদের সঙ্গে বাঘাও যাবে তো?"

"তা আর বলতে। হয়তো তার সাহায্যেরও দরকার হবে।"

জিনিস-পত্তর গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে কুমারের আধঘণ্টাও লাগল না। সবাই শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে ছুটল।

দার্জিলিং। দূরে হিমালয়ের বিপুল দেহ বিরাট এক তুষারদানবের মতন আকাশে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে আছে। কিন্তু তখন এসব লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা কারুরই ছিল না।

একটা গোল টেবিলের ধারে বসে আছে বিমল ও কুমার। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রামহরি, এবং ঘরের ভেতরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন বিনয়বাবু। যাঁরা 'যখের ধন'" প্রভৃতি উপন্যাস পড়েছেন, বিমল, কুমার ও রামহরিকে তাঁরা নিশ্চয়ই চেনেন। আর যাঁরা 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' ও 'মায়াকানন' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে নানান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সরলপ্রাণ, বিপুলবক্ষ ও শক্তিমান এই বিনয়বাবুর নতুন পরিচয় বোধ হয় আর দিতে হবে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর বিনয়বাবু?"

বিনয়বাবু বললেন, "মৃণু বেড়াতে গিয়েছিল বৈকালে। সন্ধ্যে থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে না পেয়ে মনে মনে ভাবলুম, হয়তো এতক্ষণ সে বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাসায় ফিরে দেখি, মৃণু তখনও আসেনি। লোকজন নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম, সারা রাত ধরে তাকে পথে-বিপথে সর্বত্র কোথাও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, তারপর সকাল বেলায় আধ-মরার মতন আবার শূন্য বাসায় ফিরে এলুম। বিমল! কুমার! তোমরা জানো তো, মৃণু আমার একমাত্র সন্তান। তার বয়স হল প্রায় যোলো বৎসর, কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বলে এখনও তার বিয়ে দিইনি। তার

মা বেঁচে নেই, আমিই তার সব। তাকে ছেড়ে আমিও একদণ্ড থাকতে পারি না। আমার এই আদরের মৃণুকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, এখন আমি কেমন করে বেঁচে থাকব?" বলতে বলতে বিনয়বাবুর দুই চোখ কান্নার জলে ভরে উঠল।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, স্থির হোন। মৃণুকে যে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি এ-রকম সন্দেহ করছেন কেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "সন্দেহের কারণ আছে কুমার। মৃণু হারিয়ে যাবার পরে দু'দিনে এখানকার আরও তিন জন লোক হারিয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "তারাও কি স্ত্রীলোক?"

"না, পুরুষ। একজন হচ্ছে সাহেব, বাকি দুজন পাহাড়ি। তাদের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যজনক। অনেক খোঁজ করেও পুলিশ কোনো সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি।"

বিমল ও কুমার একসঙ্গে বলে উঠল, "কী আবিষ্কার করেছেন বিনয়বাবু?"

"শহরের বাইরে পাহাড়ের এক জঙ্গল-ভরা শুঁড়ি-পথের সামনে মৃণুর একপাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েছি। সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জুতোর অন্য পাটি আর পাইনি। এ থেকে কী বুঝব? জুতোর অন্য পাটি মৃণুর পায়েই আছে। ইচ্ছে করে একপাটি জুতো খুলে আর এক পায়ে জুতো পরে কেউ এই পাহাড়ে-পথে হাঁটে না। মৃণুকে কেউ বা কারা নিশ্চয়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে-হিঁচড়ে বা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে, আর সেই সময়েই ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে তার পা থেকে এক পাটি জুতো খুলে পড়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, যে-জায়গায় আপনি মৃণুর জুতো কুড়িয়ে পেয়েছেন, সে-জায়গাটা আমাদের একবার দেখাতে পারেন?"

"কেন পারব না? কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনোই লাভ নেই! বিশ জন লোক নিয়ে সেখানকার প্রতি-ইঞ্চি জায়গা আমি খুঁজে দেখেছি, আমার পর পুলিশও খুঁজতে বাকি রাখেনি, তবু—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "তবু আমরা আর একবার সে জায়গাটা দেখব। চলুন বিনয়বাবু, এসো কুমার।"

বিমলের আগ্রহ দেখে বিনয়বাবু কিছুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু মুখে কিছু না বলে সকলকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাঘাও বাসায় একলাটি শিকলিতে বাঁধা থাকতে রাজি হলো না, কাজেই কুমার তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

ঘণ্টা-দুয়েক পথ চলার পর সকলে যেখানে এসে হাজির হলো, পাহাড়ের সে-জায়গাটা ভয়ানক নির্জন। একটা শুঁড়ি-পথ জঙ্গলের বুক ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে, তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, "এখানেই মৃণুর একপাটি জুতো পাওয়া যায়।"

বিমল অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করলে, কিন্তু নতুন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

কুমার বললে, "যদি কেউ মৃণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ওই শুঁড়ি- পথের ভেতর দিয়েই হয়তো সে গেছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ও-পথের সমস্তই আমরা বারবার খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি।"

এমন সময়ে জঙ্গলের ভেতরে খানিক তফাত থেকে বাঘার ঘনঘন চিৎকার শোনা গেল।

কুমার তার বাঘার ভাষা বুঝত। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, "বাঘা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু দেখেছে! বাঘা। বাঘা!"

তার ডাক শুনে বাঘা একটু পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে উত্তেজিতভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলো। তারপর কুমারের মুখের পানে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডাকে, আবার জঙ্গলের ভেতরে ছুটে যায়, আবার বেরিয়ে আসে, ল্যাজ নেড়ে ডাকে, আর জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, বুঝতে পারছেন কী, বাঘা আমাদের জঙ্গলের ভেতরে যেতে বলছে?"

বিমল বললে, "বাঘাকে আমিও জানি, ওকে কুকুর বলে অবহেলা করলে আমরাই হয়তো ঠকব! চলো, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যাক।"

জঙ্গলের ঝোপঝাপ ঠেলে সকলেই বাঘার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হলো। যেতে যেতে বিমল লক্ষ করলে, জঙ্গলের অনেক ঝোপঝাপ যেন কারা দু'হাতে উপড়ে ফেলেছে, যেন একদল মত্ত হস্তী এই জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে গিয়েছে। বিমল শুধু লক্ষ্যই করলে, কারুকে কিছু বললে না।

বাঘাকে অনুসরণ করে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একটা ঝোপের পাশে মানুষের এক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

সে দেহ এক ভুটিয়ার। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, মাথাটাও ভীষণভাবে ফেটে গিয়েছে আর তার চারিপাশে রক্তের স্রোত জমাট হয়ে রয়েছে।

বিনয়বাবু, স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী আশ্চর্য! জঙ্গলের এখানটাও তো আমরা খুঁজেছি, কিন্তু তখন তো এ দেহটা এখানে ছিল না।"

কুমার বললে, "হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে তার পরে। দেখছেন না, ওর দেহ থেকে এখনও রক্ত ঝরছে!"

হঠাৎ দেহটা একটু নড়ে উঠল।

বিমল তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললে, "এ যে এখনও বেঁচে আছে!"

আহত ব্যক্তি ভুটিয়া ভাষায় যন্ত্রণা-ভরা খুব মৃদু স্বরে বললে, "একটু জল।"

বিমলের 'ফ্লাস্কে' জল ছিল। 'ফ্লাস্কে'র ছিপি খুলতে খুলতে সে শুধোলে, "কে তোমার এমন দশা করলে?"

দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে সে খালি বললে, "ভূত-ভূত! ...জল!"

বিমল তার মুখে জল ঢেলে দিতে গেল, কিন্তু সে জল হতভাগ্যের গলা দিয়ে গলল না, তার আগেই তার মৃত্যু হলো।

কুমার হঠাৎ ভীতভাবে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "বিমল! দেখো, দেখো।"

জমাট রক্তের ওপরে একটা প্রকাণ্ড পায়ের দাগ। সে দাগ অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতো, কিন্তু লম্বায় তা প্রায় আড়াই ফুট এবং চওড়াতেও এক ফুটেরও বেশি! মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া কি সম্ভব? যার পা এমন, তার দেহ কেমনধারা?

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই বিষম পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কাঠের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দুই

বাবা মহাদেবের চ্যালা

সকলের আগে কথা কইলেন বিনয়বাবু। ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "বিমল! কুমার! একি অসম্ভব ব্যাপার। আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?"

রামহরি আড়ষ্টভাবে মত প্রকাশ করলে, এ মস্তবড় একটা বিস্কুটে ভূতের পায়ের দাগ না হয়ে যায় না!

কুমার বললে, "বিমল, আমরা কি আবার কোনো ঘটোৎকচের[১] পাল্লায় পড়লুম? মানুষের পায়ের দাগ তো এত-বড় হতেই পারে না।"

পায়ের দাগটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, "মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া সম্ভব নয় বটে কিন্তু এ দাগ যে অমানুষের পায়েরও নয়, এটা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কী প্রমাণ দেখে তুমি এ কথা বলছ?"

বিমল মৃত ভুটিয়ার একখানা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে নিয়ে বললে, "এর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে দেখুন!"

সকলে দেখলে, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছে।

বিনয়বাবু চুলগুলো লক্ষ করে দেখে বললেন, "এ কার মাথার চুল? এত লম্বা, আর এত মোটা?"

[১] 'আবার যখের ধন' দ্রষ্টব্য।

বিমল বললে, "এ চুল যে ওই ভুটিয়ার মাথার চুল নয়, সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে কেমন করে ও চুলগুলো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে এলো?"

কুমার বললে, "যার আক্রমণে ও-বেচারির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, এগুলো নিশ্চয়ই তার মাথার চুল।"

বিমল বললে, "আমারও সেই মত। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে ভুটিয়াটা নিশ্চয়ই তার চুল মুঠো করে ধরেছিল। ...দেখুন বিনয়বাবু, চুলগুলো ঠিক মানুষেরই মাথার চুলের মতো, কিন্তু মানুষের মাথার চুল এত মোটা হয় না। এই পায়ের দাগ আর এই মাথার চুল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ভুটিয়াকে যে আক্রমণ করেছিল, লম্বায় সে হয়তো পনেরো-ষোলো ফুট উঁচু!"

কুমার হতভম্বের মতো বললে, "বায়োস্কোপের কিং কং কি শেষটা হিমালয়ে এসে দেখা দিলো?"

বিমল বললে, "আরে কিং কং তো গাঁজাখুরি গল্পের একটা দানব গরিলা! আর আমরা এখানে সত্যিকারের যে পায়ের দাগ দেখছি, এটা তো গরিলার নয়—কোনো দানব বা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড মানুষের পায়ের দাগ। ...এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন মানুষ কি থাকতে পারে?"

কুমার বললে, "হিমালয়ের ভেতরে যদি এমন কোনো অজানা জন্তু থাকে, যার পায়ের দাগ আর মাথা বা গায়ের চুল মানুষের মতো?"

বিনয়বাবু বললেন, "হয়তো ও মাথার চুল আর পায়ের দাগ জাল করে কেউ আমাদের ধাঁধায় ফেলবার বা ভয় দেখাবার ফিকিরে আছে।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, এই চুলগুলো আপাতত আমি তো নিয়ে যাই, পরে কোনো অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই সব বোঝা যাবে।"

রামহরি বারবার ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, "এ-সব কোনো কথার মতো কথাই নয়, ওই ভুটিয়াটা মরবার সময়ে যা বলেছিল তাই হচ্ছে আসল কথা! এ সব হচ্ছে ভূতের কাণ্ডকারখানা!"

বিনয়বাবু করুণ স্বরে বললেন, "আমার মৃণু কি আর বেঁচে আছে?"

বিমল তাড়াতাড়ি তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, "চুপ!"

তখন পাহাড়ের বুকের ভেতরে সন্ধ্যা নেমে আসছে—দূরের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেছে। পাখিরা যে যার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, চারিদিক স্তব্ধ!

সেই স্তব্ধতার মধ্যে অজানা শব্দ হচ্ছে—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। কারা যেন খুব ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসছে!

বাঘা কান খাড়া করে সব শুনে রেগে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের এক থাবড়া খেয়ে একেবারে চুপ মেরে গেল!

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "শিগ্‌গির, লুকিয়ে পড়ুন কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোথাও।"

বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সবাই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। আরও একটু এগিয়েই দেখা গেল, ছোট গুহার মতন একটা অন্ধকার গর্ত, হামাগুড়ি না দিলে তার মধ্যে ঢোকা যায় না এবং তার মধ্যে অন্য কোনো হিংস্র জানোয়ার থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে-সব কথা কেউ মনেও আনলে না, কোনোরকমে গুড়ি মেরে একে একে সকলেই সেই গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়ল!

ভয় পায়নি কেবল বাঘা, তার ঘনঘন ল্যাজ নাড়া দেখেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল, এ এক মস্ত মজার খেলা!

গর্তের মুখের দিকে মুখ রেখে বিমল হুমড়ি খেয়ে বসে রইল—সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে বিমলের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিলে। কান পেতেও সেই ধুপ-ধুপুনি শব্দ আর কেউ শুনতে পেলে না।

বুনো হাওয়া গাছে গাছে দোল খেয়ে গোলমাল করছিল, তা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়া গর্তের ভেতরে ঢুকে সকলের গায়ে যেন বরফের ছুরি মারতে লাগল।

কুমার মৃদুস্বরে বললে, "বোধ হয় আর কোনো বিপদের ভয় নেই, এইবারে বাইরে বেরিয়ে পড়া যাক।"

ঠিক যেন তার কথার প্রতিবাদ করেই খানিক তফাত থেকে কে অট্টহাসি হেসে উঠল। খুব বড় গ্রামোফোনের হর্নে মুখ রেখে অট্টহাসি করলে যেমন জোর-আওয়াজ হয়, সে-হাসির শব্দ যেন সেই রকম—কিন্তু তার চেয়েও শুনতে ঢের বেশি ভীষণ!

সে-হাসি থামতে-না-থামতে আরও পাঁচ-ছয়টা বিরাট কণ্ঠে তেমনই ভয়ানক অট্টহাসের স্রোত ছুটে গেল। সে যেন মহা দানবের হাসি, মানুষের কান এমন হাসি কোনদিনই শোনেনি। যাদের হাসি এমন, তাদের চেহারা কেমন?

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে আগুনের আভা এবং মাঝে মাঝে তার শিখাও দেখা গেল।

বিমল চুপিচুপি বললে, "আগুন জ্বেলে কারা ওখানে কী করছে?"

রামহরি বললে, "ভূতেরা আগুন পোয়াচ্ছে!"